আলমডাঙ্গায় রাতদিন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা

জমে উঠেছে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। পোস্টার, ব্যানার, আর লিফলেটে ছেয়ে গেছে পুরো পৌর এলাকা। গান-ছন্দে প্রার্থীদের মাইকের আওয়াজ শহর-গ্রামে।
গণসংযোগে রাতদিন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রার্থনা করছেন ভোট, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি। যোগ দিচ্ছেন উঠোন বৈঠকে।

এদিকে, থেমে নেই কর্মীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন ভোটারদের কাছে। থেমে নেই নারী কর্মীরাও। তারাও দলে দলে ভোট চাইতে যাচ্ছেন এ বাড়ি ও বাড়ি।

নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই সরগরম হচ্ছে ভোটের মাঠ। প্রতিদিন প্রতিটি ওয়ার্ডে হচ্ছে কোন কোন প্রার্থীর নির্বাচনী পথসভা।

পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতে অনেক রাত পর্যন্ত চলে সাধারণ ভোটারদের ভোটের করচা। চায়ের কাপে চুমুকের সঙ্গে ছোট ছোট যুক্তিতর্কে ভোটের এবং প্রার্থীর আমলনামার হিসাব মেলান তারা।

চতুর্থ ধাপে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনজন প্রার্থী। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীক নিয়ে মাঠে লড়ছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দীন, জাতীয় পার্টি মনোনীত লাঙ্গল প্রতীক না নিয়ে সাবেক মেয়র এম সবেদ আলি মোবাইল ফোন নিয়ে নির্বাচন মাঠে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় মনোনীত ২ জনসহ মেয়র পদে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । ৯টি ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ১২ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে, এ পৌরসভায় সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে বিএনপি এবং বিদ্রোহী প্রার্থীর অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র প্রার্থী শহিদুল ইমলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘নৌকার প্রার্থী মাঠে ময়দানে বলে বেড়াচ্ছেন, তারা একটি ভোট পেলেও জয়ী হবেন। এতে সাধারণ ভোটাররা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে আশঙ্কায় আছেন।’

জাসদ ও বিএনপি প্রার্থীরা বলেন, ‘আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটায়। তাই তারা বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এবং আমার ভোটারদের হয়রানি করছে।

তবে, এবারের পৌর নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ সুষ্টু নির্বাচনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাসান কাদির গনু বলেন, ‘পৌর নির্বাচনে কোন প্রার্থীর সঙ্গে কিংবা কর্মীদের কোন হয়রানি হবে না। তাদের জনপ্রিয়তা কম হওয়ায় নৌকার প্রার্থীদের নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করছে। আমি মনে করি, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। তাছাড়া কারও পক্ষে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার কোনো সুযোগ নেই। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে নৌকার বিজয় নিশ্চিত হবে।’

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন অফিসার বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ভোট গ্রহণের সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ সুন্দর রয়েছে। আশা করছি, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

চুয়াডাঙ্গায় শুরু হয়েছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। সোমবার জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তামপাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শৈতপ্রবাহের প্রভাবে প্রচণ্ড শীতে এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও

ছিন্নমূল মানুষ। প্রচন্ড ঠাণ্ডায় সময়মত কাজে যেতে পারছেন না তারা। ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়া অনুভূত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়অ অফিস সূত্র জানায়, কয়েকদিন ধরেই জেলায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। এতে নিম্ন আয়ের মানুষদের দুর্ভোগ বেড়েছে। এ দিকে শীতজনিত রোগে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এরমধ্যে বেশির ভাগই শিশু ও বয়স্ক।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, সোমবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাই জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

গতকাল রবিবার জেলা সবনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস’র উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ৩ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে পৌর এলাকার ৩নং ওয়াডের কলেজ পড়ায় এ নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

এ সময় তিনি বলেন জননেন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন, আমার নেতা জননেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি আমাকে মনোনয়ন পেতে সহায়তা করেছেন, উনার সহায়তায় আমি নৌকা প্রতীক পেয়েছি। আপনারা মনে রাখবেন, নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক।

আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারীর পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে

আলমডাঙ্গা পৌর সভার উন্নয়নে সাহায়তা করেন। সম্প্রতি এমপি ছেলুন ৩৩টি রাস্তার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন, বৈশ্বিক মহামারির কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি, তারপরও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে। আগামীতে একটা নতুন মেগা প্রকল্প আমরা পেয়েছি। সেটা হলে আলমডাঙ্গা মডেল পৌরসভা হিসেবে আখ্যা পাবে। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হয়, আমরও হতে পারে, আমি আপনাদের কাছে মনের অজান্তে যদি কোন ভুল করি তবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

গতকাল রাত সকড়ে ৯ টার দিকে কলেজ পাড়ায় নিরাবাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা বাবু রবি কর্মকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, উপজেলা আওয়ামী লীগের, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

সাবেক ছাত্রলীগের নেতা মনিরুজ্জামানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, বিশ্বজিৎ শাধু খা, পলাশ আচার্য, হাসেম আলী, জয়দেব শাধুখা, বিষ্ণু অধিকারি, রনি, শুভ বিশ্বাস, সোহাগ, মিলন, সঞ্জিত, মদন সাহা, মনি ঠাতুর, দিলু, ফারুক প্রমুখ।

এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে আলমডাঙ্গা ১ নং ওয়ার্ডের মাঠপাড়া ঢালের নৌকার অফিস, উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম, অফিস উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নৌকার প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি হকমিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, ১নং ওয়ার্ডের সভাপতি সোনা উল্লা, সম্পাদক কামাল হোসেন, মিঠু মিযা, শমসের আলী, সাইফুল ইসলাম, আনোয়র হোসেন, লাভলু মিয়া প্রমুখ। সভা শেষে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন েকেরন।

আলমডাঙ্গা ও মিরপুর পোল্ট্রি খামারি এ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গা ও মিরপুর পোল্ট্রি খামারি এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা ১২ টার দিকে বধ্যভূমিতে সমবেত হয়ে পশুহাট সংলগ্ন ব্রিজের পাশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা-মিরপুর পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের আহবায়ক মোঃ রেজাউল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, খোলা বাজারে বাচ্চা বিক্রয় বন্ধ, পোল্ট্রি খাবার ও মুরগীর বাজার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের প্রণোদনা পাওয়ার দাবীতে আমরা এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছি।

আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, ডিলারগণ পরিবেশকের তকমা লাগিয়ে খোলা বাজারে বাচ্চা বিক্রয় করে প্রকৃত খামারিদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে। খাবার খুচরা মূল্যে বিক্রয় করে খামারিদের সাথে অসৌজন্য মূলক আচরণ করছে। করোনাকালীন খামারিগণ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, আমাদের সরকারি প্রণোদনা ও ৪% সুদে ঋণ সুবিধা দিলে আমরা প্রায় ২ শত পোল্ট্রি খামারি বাঁচতে পারি। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল আজম, যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস।

মাহাতাব মাস্টারের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মাহাতাব উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, রাজু আহম্মদ, তানজুর আলী, আশিক আলী, রাহাত আলী, আব্দুল আলীম, কুরবান আলী, শাহিন আলম, আব্দুল হামিদ মৃধা, হেলাল, মজিবুল হক, সেন্টু মিয়া, আমির হামজা, সাইফুল, মোস্তাফিজুর, ইসরাইল, কালাম, মানিক মাস্টার, আব্দুল মান্নান, রনি আহম্মদ, আব্দুল্লাহ, মিনারুল, আলমগীরসহ দুই শতাধিক পোল্ট্রি খামারি।

আলমডাঙ্গায় ছিনতাইকারী আটক

আলমডাঙ্গার আসমানখালি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে ফাহিমা নামের এক প্রবাসীর স্ত্রী। ঘটনাটি গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে উপজেলার আসমানখালি বাজার প্রাঙ্গণে ঘটেছে।

প্রবাসী স্ত্রীর চিৎকারে এলাকার জনসাধারণ ছিনতাইকারীকে ধরে উত্তম মাধ্যম শেষে পুলিশে দেয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের প্রবাসী শাহিনের স্ত্রী ফাহিনা খাতুন গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে আসমানখালি বাজারের অগ্রণী ব্যাংকে টাকা উত্তোলন করতে যায়।

ফাহিনা খাতুন ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলো। এ সময় দামুড়হুদা থানার বড়-দুধপাতিলা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে ছিনতাইকারী বিপ্লব ওরফে কালু ওঁত পেতে থাকে।

ফাহিনা বাড়ি ফেরার জন্য আসমানখালি বাজারে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলো। তার হাতে টাকার ভ্যানেটি ব্যাগ ছিলো। ছিনতাইকারী কালু ওই ব্যাগ হাত থেকে নিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে।

ফাহিনা চিৎকার দিলে আসমানখালি বাজারের উপস্থিত ক্যাম্প পুলিশের আইসি এসআই আব্দুর রহিম সঙ্গীয় ফোর্স ও সাধারণ জনগণ ছিনতাইকারী কালুকে ধাওয়া করে।

সাধারণ জনগণ ছিনতাইকারী কালুকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ কালুকে ছিনতাই এর অভিযোগে আটক করে। পরে তাকে হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা প্রদান করে। আজ সোমবার সংশ্লিষ্ট মামলায় তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

দর্শনায় গাঁজাসহ ১ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১(এক) কেজি গাঁজাসহ মোঃ সিরাজুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানাধীন মদনা-হৈবতপুর এর শহীদ পাঁচ কবর স্মৃতিসৌধের সামনের তিন রাস্তার উপর হতে ০১ (এক) কেজি গাঁজাসহ আসামি মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৪৬) কে গ্রেফতার করা হয়।

আসামি সিরাজুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ছোট বলদিয়া গ্রামের মোঃ গোলাম রহমানের ছেলে। পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পানি ও পান পড়া খেয়ে মা-মেয়ে অজ্ঞান

পীরের ছেলে পরিচয় দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ। পানি ও পান পরা খেয়ে মা- মেয়ে অজ্ঞান। ঘটনাটি আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ খুদিয়াখালি গ্রামে ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রতারক কুষ্টিয়া বটতৈল এলাকার আব্দুস সালাম ওরফে রনিকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, কুষ্টিয়া সদর থানার বটতৈল গ্রামের মৃত ইমারত আলির ছেলে আব্দুস সালাম ওরফে রনি (১৬)। সে দীর্ঘদিন কুষ্টিয়া টু মেহেরপুর রুটে লোকাল বাসে হেলপার হিসেবে কাজ করে।

করোনাকালীন গাড়ির চাকা থামতেই রনি শুরু করে নতুন চিন্তার গাড়ি। সে বাড়ি ছেড়ে মিরপুর থানাধীন কাতলামারী গ্রামে বসবাস শুরু করে। ওখান থেকে সে চিন্তা করে সহজ উপায়ে উপার্জনের।

এরই ধারাবাহিতায় গত কয়েক মাস ধরে রনি মীরপুর থানাধীন কাকিলাদহ

মাদ্রাসার সাহায্য নথি সংগ্রহ করে। ওই কাগজ দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসার নামে দান হিসেবে টাকা সংগ্রহ করে। ওই টাকা সে নিজের জিম্মায় রেখে দেয়। সুযোগ বুঝে প্রতারক রনি পীরের ছেলে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়।

এরই ধারাবাহিকতায় রনি ও কাতলামারী গ্রামের উজ্জলের ছেলে বোরহান
(১০) কে সাথে নিয়ে গতকাল রবিবার বেলা ১২ দিকে মুন্সিগঞ্জ এলাকার খুদিয়াখালি গ্রামের লোকমান হোসেনের বাড়িতে যায়। ওই বাড়িতে মা- মেয়ে ও প্রতিবেশীরা অবস্থা করছিলো। এ সুযোগে রনি সাহায্যের আড়ালে ফাঁদ পাতে।

লোকমান হোসেন বলেন, আমি বাড়িতে না থাকার সুযোগে সে মহিলাদের সাথে প্রতারণার ফাঁদ আটে। প্রথমে সে পীরের ছেলে দাবি করেন এবং সে আজমির শরিফ থেকে এসেছে বলে দাবি করে।

রনি প্রতারণার বাস্তবরূপ দিতে পানি পড়া দেয়, তার মধ্যে সেগারিন মিশিয়ে বলে আমার পড়া পানি মিষ্টি, ধুলোয় আতর মিশিয়ে দাবি করে, আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে ধুলো দিয়ে সুবাস বের হচ্ছে।

এ সুযোগে প্রথম ধাপে ১১ শত ১০ টাকা নেয়। পরে পান পড়া খেতে দিয়ে লোকমানের স্ত্রী বুলবুলি ও মেয়ে রুমানা খাতুনের নিকট ২ হাজার টাকা দাবি করে। প্রতিবেশীরা বিষয়টি সন্দেহ করলে লোকমানকে ফোন দেয়। সে মাঠ থেকে দ্রুত বাড়িতে ফিরে তাদের আটকে রাখে। বিষয়টি মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকে জানালে তাদের আটক করে থানা হেফাজতে রাখে।

রনির বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলার প্রস্তুতি চলছিলো। প্রতারকের পানি ও পান পড়া খেয়ে মা-মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এলাকাবাসী উদ্ধার করে চুযাডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

জীবননগরে করতোয়া নদী পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদনীপুর থেকে পাথিলা পর্যন্ত ৬ কোটি ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭ কিলোমিটার করতোয়া নদী পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টার সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড চুয়াডাঙ্গার আয়োজনে করতোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে করতোয়া নদী পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশ এবং দেশের মানুষের জীবন-মানউন্নয়নের লক্ষে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা এমনকি গ্রামীণ এলাকাতেও ব্যাপক হারে উন্নয়ন মূলক কাজ করে চলেছে। গ্রামের রাস্তাগুলো এখন শহরের মত হয়ে গেছে। কোথাও মাটির রাস্তা নাই। স্কুল, কলেজগুলোতেও নতুন নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে।

আজ কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে কৃষি ভর্তৃকি প্রদান করছে। শুধু তাই নয় দেশের বিভিন্ন স্থানে মরা নদী যেখানে কিছু দখলদাররা নদী দখল করে বাদ দিয়ে মাছ চাষ করছে সেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য পুনঃখনন করে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এ জন্য দেশে উন্নয়নে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ফরিদপুরের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম, প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস.এম মুনিম লিংকন, দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল এ.এস পি আবু রাসেল, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,

সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক

চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান আঃ রশিদ শাহ, সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আঃ মালেক মোল্লা, আওয়ামী লীগ নেতা জাকির বিশ্বাস, সীমান্ত ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মিল্টন, ঠিকাদার জাকাউল্লাহ প্রমুখ।

সুমিষ্ট চাইনিজ কমলায় আসাদের সাফল্য

দেশের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে সুমিষ্ট চাইনিজ জাতের কমলা চাষ করে সাফল্য পাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার চাষীরা। এদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত তরুণও আছেন। তাদেরই একজন জীবননগরের তরুণ চাষী মো. আসাদুজ্জামান। তার এ সাফল্যের গল্প শুনতে প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে আগ্রহী চাষীরা ছুটে আসছেন তার কাছে।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের মো. আসাদুজ্জামানের কমলা বাগানে গিয়ে দেখা যায়, গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে ছোট ছোট কমলা। চকচকে কমলা রঙের এ ফল দেখে যে কেউই অবাক হবেন। কারণ চায়না থেকে আমদানি করা ছোট জাতে যে কমলা আমাদের বাজারে পাওয়া যায়, সেই কমলাই এখন দেশের মাটিতে চাষ হচ্ছে। এ কমলা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন সুস্বাদু ও সুমিষ্ট।

মো. আসাদুজ্জামান জানান, ২০১৯ সালে নিজের চার বিঘা জমিতে ১০০ চাইনিজ কমলার চারা রোপন করেন তিনি। সেসময় তিনি জানতেনও না, এ গাছে কেমন ফল হবে। প্রায় দু’বছরের মাথায় ২০০০ সালের শেষ দিকে গাছে ফল আসে। এতে আত্মবিশ^◌াসী হয়ে ওঠেন তিনি।

তিনি বলেন, এক বিঘা জমিতে কমলার আবাদ করতে প্রথম ১০/১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সামান্য কিছু পরিচর্যা করলেই এ চাষে সাফল্য আসে। কমলা চাষে পোকা-মাকড়ের আক্রমণও কম। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে এক মৌসুমে ৩০-৩৫ কেজি কমলা পাওয়া সম্ভব।

জীবননগরের গোয়ালপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম সম্প্রতি ইসলামপুরের কমলা বাগানে আসেন আসাদুজ্জামানের সফলতা দেখতে। তিনি বলেন, ‘আমি নিজেও আধুনিক চাষাবাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে ইচ্ছুক। এ কারণে জেলার যেখানেই ব্যতিক্রমী চাষাবাদের খবর পাই সেখানেই সেটি দেখতে যাই। আসাদুজ্জামানের কমলা বাগান দেখে আমি মুগ্ধ।’

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কমলা চাষের সাফল্যে অনেকেই অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এ কারণে এ চাষকে সম্প্রসারিত করার জন্য তারাও সব ধরনের পরামর্শ ও প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাদের মতে, এ চাষ সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া গেলে দেশে উৎপাদিত বিষমুক্ত ফল দিয়েই বিদেশী ফলের চাহিদা পূরণ করা যাবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারী শৈতপ্রবাহ। রবিবার জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তামপাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শৈতপ্রবাহের প্রভাবে প্রচণ্ড শীতে এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষ। প্রচন্ড ঠাণ্ডায় সময়মত কাজে যেতে পারছেন না তারা। ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়া অনুভূত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়অ অফিস সূত্র জানায়, কয়েকদিন ধরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা না মেলায় নিম্ন আয়ের মানুষদের দুর্ভোগ বেড়েছে।

এ দিকে শীতজনিত রোগে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এরমধ্যে বেশির ভাগই শিশু ও বয়স্ক।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক

জানান, রবিবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাই জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলেও জানান তিনি।